মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. আব্দুর রশীদ কে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. আব্দুর রশীদ এর লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। গত বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তিনি তার বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হার্টের অসুখে ভুগছিলেন।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় ঝাওবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন এর উপস্থিতিতে একদল চৌকস পুলিশ

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশীদ কে গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

পরে জানাযার নামাজ শেষে ঝাওবাড়িয়া কবর স্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশীদ ঝাওবাড়িয়া গ্রামের মৃত মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে। তিনি ১৯৭৩-৮৯ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে (এসিসি কোর) সার্জেন্ট পদে চাকুরীরত ছিলেন। সে হিসেবে যশোর আর্মি ক্যান্টনমেন্ট সেনাকুঞ্জ থেকে ১১ সদস্যের একটি দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদ এর গার্ড অফ অনার প্রদানে

উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ফরিদ হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবুল কাশেম, ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশনের সভাপতি এ এল এম জিয়াউল হক, অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোজাম্মেল আযম, শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু প্রমূখ।

করোনায় আরও ৫ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৪৪

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ২৭ হাজার ৯৩৯ জন এই ভাইরাসটিতে প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো করোনাবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৪৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। নতুন রোগীদের নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত শনাক্ত কোভিড রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখ ৭৩ হাজার ৪৫৮ জনে।

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ২৯৪ জন। এ নিয়ে করোনা থেকে সেরে উঠলেন ১৫ লাখ ৩৭ হাজার ৫১৮ জন।

দেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল গত বছরের ৮ মার্চ। প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর গত বছরের ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সেই বছর সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছিল ৬৪ জনের।

ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়ায় চলতি বছর জুন থেকে রোগীর সংখ্যা হু-হু করে বাড়তে থাকে। ২৮ জুলাই একদিনে সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ২৩০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছিল।

চলতি বছরের গত ৭ জুলাই প্রথমবারের মতো দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৫ ও ১০ আগস্ট ২৬৪ জন করে মৃত্যু হয়, যা মহামারির মধ্যে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু।

বেশকিছু দিন ২ শতাধিক মৃত্যু হয়। এরপর গত ১৩ আগস্ট মৃত্যুর সংখ্যা ২০০ এর নিচে নামা শুরু করে। দীর্ঘদিন শতাধিক থাকার পর গত ২৮ আগস্ট মৃত্যু ১০০ এর নিচে নেমে আসে।

সূত্র-যুগান্তর

রাস্তার অভাবে ২৮ বছর ধরে ভোগান্তিতে হরিণাকুণ্ডু’র স্কুলের শিক্ষার্থীরা

স্কুল প্রতিষ্ঠার ২৮ বছর পার হয়ে গেলেও ১কি.মি পাঁকা রাস্তার অভাবে ভোগান্তিতে আছে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফলসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। উপজেলার শিংগা গ্রাম থেকে পার্শ্ববর্তী ফলসী গ্রামে অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি চলাচলের একেবারেই অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। রাস্তাটির দৈর্ঘ ১কি.মি হলেও নির্মানের অভাবে রাস্তাটি সেই কাঁচাই রয়ে গেছে। ফলসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী শিংগা গ্রামের এবং তাদের একমাত্র রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। সভাপতি হয় আর প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু সেদিকে নজর দেয়নি কেউই।

১৯৯৩ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিংগা গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা শুকনো মৌসুমে কাঁচা রাস্তায় পায়ে হেঁটে যাতায়াত করলেও, বর্ষা মৌসুমে পড়তে হয় নিদারুণ দুর্ভোগে। বছরের ৬ মাস হাঁটু কাঁদায় রাস্তাটি হয়ে পড়ে চলাচলের একেবারেই অনুপযোগী। বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা রাস্তা উন্নয়নের জন্য ইউপি চেয়ারম্যান এমপিসহ বিভিন্ন মহলে ধর্না দিলেও কোন ফল পায়নি। ব্যাপারে শিংগা গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেন, ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি ফজলুর রহমানের কাছে রাস্তা উন্নয়নের জন্য একাধিকবার আর্জি জানালেও তাতে সাড়া মেলেনি।

এ বিষয়ে ফলসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম ও ধর্মীয় শিক্ষক মাওঃ আমজাদ হোসেন বলেন, প্রতিষ্ঠানের এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী পার্শ্ববর্তী শিংগা গ্রামের যাদের আসা-যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি পাঁকা করা খুব জরুরী। অন্যথায় দিন দিন ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়বে বলেও তারা আশঙ্কা করেন।

এছাড়া, এলাকার সাধারণ মানুষের ধারণা, সরকার শিক্ষা ও যোগাযোগ

ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের গ্রুপিং, লবিং, দুর্নীতি ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ের উদাসীনতার কারণে এতদিনেও রাস্তাটি আইডি ভুক্ত না হওয়ায় উন্নয়ন হয়নি। এবিষয়ে উপজেলা প্রকৌশল নাফিস তানজিম বলেন এই রাস্তাটির কোন আইডি নাই তাই রাস্তাটি এলজিইডি নির্মাণ করতে পারছেনা।

এব্যপারে ফলসী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি ফজলুর রহমানের মুঠো ফোনে বার বার চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও এলাকাবসীর প্রাণের দাবী তাদের দূর্ভোগ কমাতে রাস্তাটি দ্রুত পাঁকা করা হোক।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ৬ দালাল আটক জরিমানা আদায়

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে ৬ দালালকে আটক করার পর ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলাম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। সাজাপ্রাপ্তরা হলো মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামের মাসুদ আলীর ছেলে,
আব্দুল্লাহ

মেহেরপুর শহরের চক্র পাড়ার মারুফ হোসেনের ছেলে সানোয়ার হোসেন, সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের হযরত আলীর ছেলে আব্দুস শহীদ, বন্দর গ্রামের আলতাফ হোসেনের ছেলে মোনায়েম, মেহেরপুরের দিঘীরপাড়া গ্রামের আজগর আলীর ছেলে সেলিম এবং একই গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে সজীব

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলাম জানান

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে সকল ধরনের চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকলেও এসমস্ত দালালরা রোগীদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র নিয়ে তাদের নিজ নিজ ল্যাবে গিয়ে পরীক্ষা করে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয়। এমন খবরের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবি ওসি জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে দালালির অভিযোগে আব্দুল্লাহ, সানোয়ার হোসেন, আব্দুস শহীদ, মোনায়েম, সেলিম এবং সজীবকে আটক করে পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে দন্ডবিধির ২৯১ ধারায়

আব্দুল্লাহ ৫শ টাকা , সানোয়ার হোসেন, আব্দুস শহীদের, মোনায়েম, সেলিম এবং সজীবের নিকট থেকে ২ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার ৫শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

গাংনীর লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের চাঞ্চল্যকর জোড়া খুন মামলার এজাহারভুক্ত ৭ আসামী গ্রেফতার

গাংনীর লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের চাঞ্চল্যকর জোড়া খুন মামলার এজাহারভুক্ত তিন নং আসামী জেলহাজ আলী (৫৫) কে গ্রেফতার করেছেন র্যাব-৬, গাংনী ক্যাম্পের একটি টীম।

এর আগে গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছেন। এ নিয়ে চাঞ্চল্যকর এ জোড়া খুনের ঘটনায় এজাহার নামীয় ৭ জন আসামী গ্রেফতার হলেন। র্যাবের হাতের গ্রেফতার জেলহাজ (৫৫) লক্ষীনারায়ণপুর ধলা গ্রামের মৃত নজীমুদ্দীনের ছেলে। সে এই হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামী।

বুধবার বেলা ১১ টার দিকে জেলহাজ আলীকে মেহেরপুর ২৫০ সহ্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এলাকা থেকে গ্রেফতার করেন র্যাবের দলটি। বিকালে র্যাব-৬ ঝিনাইদহ সিপিটু ক্যাম্প থেকে সাংবাদিকদের ছবি ও তথ্য সরবরাহ করে এর সত্যতা নিশ্চিত করেন।

র্যাব জানায়, ৮ নভেম্বর সকালের দিকে ভোট চেয়ে ফেরার পথে কাথুলি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের বর্তমান মেম্বর আজমাইন হোসেন টুটুলকে একই ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বর, গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে তার ক্যাডার বাহিনী ধারালো অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় তার দুই ভাই সাহাদুল ইসলাম ও জাহারুল ইসলাম তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে ফেরার পথে আতিয়ার রহমানসহ তার ক্যাডার বাহিনীর লোকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এছাড়া তাদের হামলায় নারীসহ অন্তত আরও ১০ জন মারাত্বক জখম হন।

এ জোড়া খুনের ঘটনায় নিহতের ভাই বেল্টু মিয়া বাদী হয়ে মঙ্গলবার (৯ নভেম্বর) দিবাগত রাতে কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেম্বর আতিয়ার রহমানসহ ৬৬ জনকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং-০৯/২৬৭ তারিখ ০৯/১১/২০২১ ইং, ধারা- ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩২৬-ক/৩০৭/৩০২/৫০৬ /১১৪/৩৪ পেনাল কোড ১৮৬০। গ্রেফতারকৃত জেলহাজ ওই হত্যা মামলার এজাহারভূক্ত ৩ নং আসামী।

এদিকে গাংনী থানার তদন্ত অফিসার (ওসি তদন্ত)শাহ আলম জানান, জোড়া খুন মামলায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে এজাহার নামীয় ৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছ।

পুলিশের গ্রেফতারকৃতরা হলেন, প্রধান আসামী আতিয়ার রহমানের ভাই মামলার ২৩ নং আসামী সইফত আলীর ছেলে মহব্বত আলী, দিলু হোসেনের ছেলে নজরুল ইসলাম, আরজান আলীর ছেলে রাশিদুল ইসলাম, ও কাটু হোসেন, জারমান আলীর ছেলে হেলু ও লাবলু হোসেন।

এদিকে মামলার প্রধান আসামী আতিয়ার রহমান, কটা শহিদুল, মানাসহ অন্যান্য আসামীরা আটক না হওয়ায় আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন নিহতদের পরিবারের লোকজন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গাংনী থানার তদন্ত অফিসার শাহ আলম জানান, আসামীদের গ্রেফতার করতে পুলিশ সব্বোর্চ্ছ চেষ্টা চালাচ্ছে।

কোটচাঁদপুরে আ.লীগের ১৭ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ইউপি নির্বাচনে নৌকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার অভিযোগে উপজেলা আ.লীগের ৪ নেতা সহ সহযোগি সংগঠনের ১৭ জন নেতাকে বহিস্কার করা হয়েছে।

বুধবার সন্ধায় উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি ও সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে নৌকার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়ার অভিযোগে আ.লীগের গঠনতন্ত্রের ৪৭ (ঠ) ধারা অনুযায়ী ১৭ জন নেতাকে বহিষ্কৃার করা হলো।

বহিষ্কৃত নেতারা হলেন, উপজেলা আ.লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বদরুজ্জোহা লাবু, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মজনুর রহমান, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আজিজুর রহমান মানিক ও সদস্য নজরুল ইসলাম নজু সহ সহযোগি সংগঠনের সাবদারপুর ইউনিয়নে তাফসিরুজ্জামান (তপন), হিরন খান। দোড়া ইউনিয়নে আব্দুল জলিল বিশ্বাস, আশরাফুল আলম, শামীম আরা হ্যাপী, জাকির হোসেন মিঠু। কুশনা ইউনিয়নে আতিয়ার রহমান, আব্দুর রশিদ, রওশন মালিথা, গোলাম কিবরিয়া বিপ্লব, বলুহর ইউনিয়নে শাহাজান আলী, রফিউদ্দিন মল্লিক ও শফিকুর রহমান। বহিষ্কৃত আ.লীগের এই ১৭ জন নেতাই দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন।

গাংনীতে যুবলীগ নেতা মজিরুলের

ঠিকাদারী কাজ বন্ধ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ন সম্পাদক ও জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলামের ঠিকাদারী কাজ বন্ধ করেছে দিয়েছে উপজেলা প্রকৌশলী। রাস্তা নির্মানে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে বুধবার দুপুরে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। এর আগে রাস্তায় নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে মানববন্ধন করে এলাকাবাসি।

জানা গেছে, দুইকোটি ব্যায়ে গাড়াডোব-সাহারবাটি সড়কের ২৭শ’ মিটার রাস্তার কার্যাদেশ পায় গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ন সম্পাদক ও জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলাম। রাস্তা নির্মানের শুরুতে (সাবগ্রেড প্রস্তুুত হওয়ার পর) নিম্নমানের বালি ও ইটের খোয়া ব্যবহার করে। নিম্নমানের ইট ও মাটি যুক্তবালি ব্যবহারের কারনে এলাকাবাসির তোপের মুখে পড়ে ঠিকাদার মজিরুল ইসলাম। এক পর্যায় ৩ নং ইট সরিয়ে নেয়। পরে আবারো নিম্নমামের ইট ব্যবহার করলে এলাকাবাসি ফুঁসে উঠে পরে মানববন্ধন করে প্রতিকার দাবি করেন।

সাহারবাটি গ্রামের ইদ্রীস আলী বলেন,রাস্তা নির্মানের শুরুতে নিম্নমামের ইটবালি ও খোয়া ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রভাবশালী হওয়ার কারনে তার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাইনি। দিনের পর দিন কাজের মান খারাপ হলে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা না নেওয়ায় এবার এলাকাবাসি ফুঁ◌েস উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল জানান,২/৩ নং ইট ও মাটিযুক্ত বালি দিয়ে কাজ করছিলো। প্রথমে কিছু ২ নম্বর ইট ফেরত নিলেও আবারো নিম্নমানের ইটবালি দিয়ে কাজ শুরু করেছে। এসব নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মান করা হলে রাস্তা টেকসই হবেনা।
সাহারবাটি গ্রামের গাজিউর রহমান জানান,গাংনী প্রকৌশল বিভাগ যথাযথ তদারকি না করার কারনে ঠিকাদার মজিরুল ইসলাম বারবার নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করছে।

স্থানীয়রা আরো জানান,ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার কারনে এলাকার মানুষ বাধ্য হয়েই মানববন্ধন করেছে। এবার প্রতিকার না পেলে বিক্ষোভ মিছিল ও গাংনী শহীদ মিনারে অনশন করা হবে। গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন বলেন,নিম্নমানের ইটবালি দিয়ে রাস্তা নির্মান করা

হচ্ছে বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে এসে সত্যতা পাওয়া গেছে। একারনে কাজ বন্ধের নির্দেশ ও নিম্নমানের মালামাল অপসরানের জন্য চিঠি দেয়া হচ্ছে। ইতোপূর্বে ঠিকাদার মজিরুল ইসলাম অন্য একটি কাজে নিম্নমানের সাম্রগী ব্যবহার করার কারনে নানা

বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিলো। তিনি আরো বলেন,রাস্তাটি তদারকির দায়িত্বে থাকা উপসহকারী প্রকৌশলী আলাউদ্দীন অসুস্থ থাকার কারনে ঠিকাদার নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে ঠিকাদার।

এ বিষয়ে জানতে গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ন সম্পাদক ও জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলামের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেনি। মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো: আছাদুজ্জামান বলেন, বিষয়টি এখন পর্যন্ত কেউ অবগত করেনি। খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে কোন ভাবেই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করতে দেয়া হবেনা।

মুজিবনগরে সু-প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতির ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে সু-প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা -২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে গুডনেইবার্স এর আইজি অফিসার, ঝর্ণা খাতুন এর সঞ্চচালনায়, সু-প্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতির সভাপতি রেহেনা খাতুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের উপসহকারী নিয়ন্ত্রক এনামুল হক,মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অফিসার মনিরুজ্জামান,গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার লিংকন রায়, সিডিপি সভাপতি শংকর বিশ্বাস,সু-প্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক আঙ্গুয়ারা খাতুন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে, সমবায়ের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন। ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন।নিরীক্ষকের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।আর্থিক বিবরণী হিসাব-নিকাশ পেশ ও অনুমোদন।বাজেট পেশ ও অনুমোদন। ২০২০-২০২১ আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ/ সমবায় সমিতির কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা/ লভ্যাংশ বিতরণ।সদস্য বাতিল সংক্রান্ত আলোচনা/ সঞ্চয়ের উপর সুদ প্রদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
অনুষ্ঠানে সমবায় সম্পর্কে ও সমবায়ের সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করেন নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, জেলা সমবায় অফিসের উপসহকারী নিয়ন্ত্রক এনামুল হক, উপজেলা সমবায় অফিসার মনিরুজ্জামান,সিডিপি ম্যানেজার লিংকন রায়।সু প্রতিবেশি সমবায় সমিতির কোষাধক্ষ্য নাছিমা খাতুন, সদস্য জেসমিন আক্তার। বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির ৩৫০ জন সদস্য উপস্হিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ও ভারতীয় সেনা বাহিনীর যৌথ সাইকেল র্যালী এখন মেহেরপুরে

স্বাধীনতার ৫০ বছর পুর্তী উপলক্ষ্যে যৌথ সাইকেল র্যালী করেছে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনী। গত সোমবার (১৫ নভেম্বর) যশোর থেকে এ র্যালীটি শুরু হয়। শেষ হবে আগামী ১৯ নভেম্বর।

সেনা বাহিনী সুত্রে জানা গেছে, গত ১৫ নভেম্বর ভারতীয় সেনা বাহিনীর একটি চৌকস দল বাইসাইকেল র্যালী সহকারে যশোর সেনানিবাসে এসে পৌঁছায় । সেখানে ফ্লাগ অব শ্রীমনী শেষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি টীম এ র্যালীতে যোগ দেন। দু’দেশের ৩৯ জন সদস্য যশোর, ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়ায় অবস্থান করেন।

কুষ্টিয়া থেকে আজ বুধবার (১৭নভেম্বর) সকাল ১০ টায় মেহেরপুরের গাংনী জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান নিয়ে মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সাইকেলভ্রমণে নের্তৃত্বে রয়েছেন মেজর মাহমুদ আফজাল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর নের্তৃত্বে রয়েছেন কর্ণেল মুহিত সিং। র্যালীটি মেহেরপুর হয়ে চুয়াডাঙ্গা ও মুজিবনগর পরিদর্শন শেষে মেহেরপুর সার্কিট হাউজ ও টিটিসিতে অবস্থান করবে। যৌথ র্যালী আগামী ১৯ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গার দর্শনা স্থল বন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে । গেদে স্থল বন্দরে ভারতীয় সেনা বাহিনী এ র্যালিটি রিসিভ করবেন।
র্যালিতে বাংলাদেশের র্যালীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি র্যাব ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন।

মেহেরপুরে সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি রিপন হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশের একটি দল। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে সদর উপজেলার শ্যামপুর বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

রিপন হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের ওবির হোসেনের ছেলে। জানা গেছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে শ্যামপুর বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বিশেষ কৌশলে রিপনকে গ্রেফতার করা হয়।